Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

সোমবার the ৩১ day of অক্টোবর **, ২০২২**

Other Suit No. ০৪ / ১৯৯৭

মৌলভী শরীফ আলী গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোসাঃ আনোয়ারা বেগম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

This suit/ case coming on for final hearing on ০৩/০৮/২০১০ খ্রিঃ, ১০/১১/২০১০ খ্রিঃ, ১৫/০২/২০১১ খ্রিঃ; ১৪/০৯/২০১১ খ্রিঃ; ২১/০১/২০১২ খ্রিঃ; ০৪/১০/২০১২ খ্রিঃ; ১৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ; ১৫/০৭/২০১৪ খ্রিঃ ; ১৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ; ০৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ ২২/১০/২০১৪ খ্রিঃ; ০৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ; ১৫/১০/২০১৯ খ্রিঃ; ২৫/০৮/২০২০ খ্রিঃ ও ২৫/১০/২০২০ খ্রিঃ; ০৯/০৬/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব অনুপম নাথ Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব হোমাইরা কালাম জেনি Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রি ও বিভাগের প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী চরপাথরঘাটা মৌজার আর এস- ১৪৪ নং খতিয়ানের ৯৯০ নং দাগের ১০ শতক ভূমির মালিক ছিলেন গুণু মিয়া, আঃ করিম, মনু মিয়া ও জরিনা খাতুন। জরিনা খাতুন ৯৯০ দাগের বাড়ি ভিটিতে

উত্তরাংশে ০৫ শতকে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। পরবর্তীতে তার নামে পি এস ও বি এস খতিয়ান হয়। বিগত ১৫/০৩/১৯৯৭ ইং তারিখে ১ নং বাদী নালিশী ৯৯০ দাগের উক্ত ৫ শতক ভূমি খরিদ করেন।

আর এস রেকর্ডী গুনু মিয়ার স্বত্ব নূর আহমদ পায়। নূর আহমদের স্বত্ব স্ত্রী নূর জাহান এবং পরবর্তীতে শেখ আহমদ পায়। শেখ আহমদ হতে উক্ত স্বত্ব ২৪/০৭/১৯৯৭ ইং তারিখে ৪৮৩৩ নং কবলামুলে রকিম জান প্রাপ্ত হয়। আর এস রেকর্ডী আঃ করিম ও মনু মিয়ার স্বত্ব ২ নং বিবাদী জহুরা প্রাপ্ত হয়। জরিনা খাতুনের স্বত্ব খরিদসূত্রে ১/২ নং বাদী পায়।

নালিশী অপর আর এস ১৪১ নং খতিয়ানের ৯৯১ দাগের ১৪ শ. বাড়ি ভিটি ইসমত আলীর ছিল। ইসমত আলী উক্ত সম্পত্তি প্রথমে খলিলুর রহমান এবং খলিলুর রহমান তা স্ত্রী লাল জান বরাবর হস্তান্তর করেন। ইসমত আলীর ৪ পুত্র আঃ বারি, আবদুল হাকিম, আবদুল হাসিম ও আবদুল শহর এবং ১ কন্যা মেহেরুন্নেসা ও স্ত্রী লাল জান ছিল। উক্ত ০৪ পুত্র ও স্ত্রীর নামে আর এস খতিয়ান হয়। স্বামীগৃহে থাকায় কন্যা মেহেরুন্নেসার নামে আর এস জরিপ হয়নি। লাল জান মরনে তার পুত্র কন্যা গণ ওয়ারীশ থাকে। তাদের মধ্যে আবদুল হাসিম অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে, তার স্বত্ব অপর ০৩ ভ্রাতা-ভগ্নী প্রাপ্ত হয়। এভাবে ৯৯১ দাগে ১৪ শতকের মধ্যে আবদুল হাকিম ২ গন্ডা, আবুদল বারী ২ গন্ডা, আবদুল শহর ২ গন্ডা এবং মেহেরুন্নেসা ১ গন্ডা ভূমি প্রাপ্ত হয়।

আঃ বারী প্রকাশ বাদশা মিয়া মরনে ২ পুত্র আঃ জব্বার ও আবুল খাইর ওয়ারীশ হয়। উক্ত জব্বার ও খাইর তাদের ২ গন্ডা ভূমি ০২/০৭/১৯৪৬ ইং তারিখে ৩৭৩৯ নং কবলামূলে ১ নং বাদীর পিতা আবদুল হাকিম বরাবর হস্তান্তর করেন। অপর ভ্রাতা আঃ শহর এর স্বত্ব বিবাদী চাঁন মিয়া ও আছমা খাতুন খরিদ করেন।

আঃ হাকিম মরনে তিন পুত্র শরীফ আলী তরফ আলী, আয়ূব আলী এবং দুই কন্যা ছবুরা খাতুন ও ছফিয়া খাতুন ওয়ারীশ থাকে। তাদের মধ্যে পারিবারিক আপোষ বন্টনে বিরোধীয় দাগের ভূমি ১ নং বাদী শরীফ আলী প্রাপ্ত হয়।

মেহেরুন্নেসা এক পুত্র ঠান্ডা মিয়াকে ওয়ারীশ রেখে যান। ঠান্ডা মিয়া ১১/০৯/১৯৮৬ ইং তারিখে ৬৩৯৬ নং কবলামুলে ১ শতক ভূমি ১ নং বাদীর নিকট বিক্রয় করেন। ঠান্ডা মিয়ার অবশিষ্ট ১ শতক ভূমি বাদী আপোষে প্রাপ্ত হন। পরে ঠান্ডা মিয়া ওয়ারীশবিহীন মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে ১ /২ নং বাদী নালিশী আর এস ৯৯০ দাগে ৫ শতক এবং ৯৯১ দাগে ১০ শতক ভূমি খরিদ ও ওয়ারীশসূত্রে ভোগদখলকার আছেন।

আর এস রেকর্ডী জরিনা খাতুনের পিতার নাম আলী মদ্দিন হয়। বিবাদীপক্ষে দালিখকৃত ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখের ৬০২০ নং কবলাতে আলী মিয়ার কন্যা জরিনা খাতুন ও বিবি জান লেখা রয়েছে। কিন্তু বিবি জান নামে জরিনা খাতুনের কোন ভগ্নী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, আলী মিয়া ও আলীম উদ্দিন ভিন্ন ব্যাক্তি হয়। তৎ প্রমানে চরপাথরঘাটা মৌজার সি এস ৭২ নং খতিয়ান প্রচার আছে। বিবাদীপক্ষের দালিখীয় ৬০২০ নং দলিল জাল ভূয়া ও অকার্যকর দলিল।

নালিশী ভুমিতে বাদীর পাকা ইমারত রয়েছে। বিবাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব অস্বীকার পূর্বক সীমানা বেড়া অতিক্রান্তে পাকা ইমারত ভাঙ্গার চেষ্টা করে। বিরোধীয় আর এস ৯৯১ দাগের ভুমি বি এস জরিপে বাদীগনের নামে জরীপ না হয়ে বিবাদীদের নামে ভুলভাবে জরিপ হয়। নালিশী তফসিলের ভুমি বি এস খতিয়ানে ভুল ও অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হওয়ায় বাদীর স্বত্বে মেঘাবরণ পড়েছে, যেকারনে বাদীপক্ষ স্বত্ব ও তর্কিত ৬০২০ নং দলিল জাল ভুয়া ও অকার্যকর ঘোষনা এবং বিভাগের প্রার্থনা অত্র মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে, ১ নং বিবাদীপক্ষ আরজি বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে

নালিশী আর এস ৯৯০ দাগের ভুমি রমজান আলী ও আলী মিয়ার ছিল। রমজান আলী ৩ পুত্র গুনু মিয়া, আঃ করিম ও মনু মিয়া স্ত্রী আছিয়া খাতুন কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। আলী মিয়া প্রঃ আলীমুদ্দিন দুই কন্যা জরিনা খাতুন, বিবি জান ও ভ্রাতুষপুত্র গুনু মিয়া গং কে রেখে মারা যান। আর এস জরিপ চলাকালে আলী মিয়া ও রমজান আলী মৃত্যুবরণ করায় ভুলক্রমে গুনু মিয়া গং ০৩ ভ্রাতার নামে ।।. আট আনা এবং জরিনা খাতুন এর নামে ।।.আট আনা জরিপ হয়। আর এস খতিয়ান ভুল হলেও বিবি জানের স্বত্বে এবং গুণু মিয়া গংদের ফুতু প্রাপ্ত স্বত্বে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। গুণু মিয়া গং ০৩ ভ্রাতা $\frac{২}{৩}$ অংশে দাগের দক্ষিনাংশে এবং বিবি জান ও জরিনা খাতুন দাগের উত্তরাংশে $\frac{১}{৩}$ অংশে ভোগদখলে থাকে। বিবি জান ও জরিনা খাতুন তাদের ফতু অংশ বাদ দিয়ে স্বত্বাংশীয় ভুমি ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখে ৬০২০ নং কবলা মুলে গুনু মিয়ার পুত্র ফকির মোহাঃ ও নূর মোহাম্মদ এর নিকট হস্তান্তর করেন।

গুনু মিয়া মরনে দুই পুত্র ফকির মোহাম্মদ, নূর মোহাম্মদ ও স্ত্রী আছিয়া খাতুন ওয়ারীশ থাকে। মনু মিয়ার স্বত্ব ভ্রাতা আঃ করিম পায়। আঃ করিম তা স্ত্রী কে দান করেন। পরবর্তীতে তৎ স্ত্রী কন্যা ২ নং বিবাদী জোহরা খাতুন এর নিকট বিক্রয় করেন। গুনু মিয়ার পুত্র নূর মোহাম্মদ ওয়ারীশ বিহীন মরনে তৎ স্বত্ব মাতা আছিয়া খাতুন ও ভ্রাতা ফকির মোহাম্মদ পায়। উক্ত ফকির মোহাম্মদ গং ২৩/০৪/১৯৬৬ তারিখে ৫ খানা কবলামুলে সমুদয় স্বত্ব মোসাঃ আফিয়া খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। আফিয়া খাতুন উক্ত ভুমি ০২/০৪/১৯৭৫ ইং তারিখে ৩২৭৩ নং কবলামুলে হাজেরা খাতুন বরাবর বিক্রয় করেন।

নালিশী আর এস ৯৯১ দাগের ভুমি আঃ বারী, আঃ হাকিম, আবুদল হাসিম, আবদুল শহর ও লাল জান পায়। সেমতে আর এস খতিয়ান হয়। লালজান মরনে তৎ ৪ পুত্র ও কন্যা মেহেরুন্নেসা পায়। মেহেরুন্নেসা ১ পুত্র ঠান্ডা মিয়া ও ২ কন্যাকে রেখে মারা যায়। মেহেরুন্নেসার পুত্র কন্যা গং তাদের স্বত্ব আপোষে আবদুল শহর কে ছেড়ে দেয়। আঃ হাকিম তৎ স্বত্বাংশীয় ও জব্বার হতে খরিদা ভুমি ৯/১/১৯৬০ ইং তারিখের কবলা মুলে শহর আলীর নিকট বিক্রয় করেন। শহর আলী দাগের দক্ষিনাংশে ১ শতাংশ ভুমি

১৩/০২/১৯৬৭ তারিখে ১০৫২ নং কবলামুলে আফিয়া খাতুনের স্বামী আঃ রশিদের নিকট বিক্রয় করেন। আফিয়া খাতুন ২ গন্ডা ।। কড়া ও আঃ রশিদ ।। কড়া ভুমি ২/৪/১৯৭৫ ইং তারিখে ২ টি কবলায় মোট ৩ গন্ডা ভুমি হাজেরা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। বিগত ১২/৮/১৯৮৬ ইং তারিখে হাজেরা খাতুন উক্ত ভুমি বিবাদীগণের নিকট হস্তান্তর করেন। সেই থেকে বিবাদীগণ উক্ত জায়গায় মাটি ভরাটে ও বৃক্ষাদি রোপনে ভোগদখলে আছেন। বাদীর প্রকাশিত ১১/০৯/১৯৮৬ ইং তারিখের দলিল ও ১৫/০৩/১৯৯৭ ইং তারিখের দলিল জাল ও ফেরবী উপায়ে সৃজিত। বাদীর মামলা সম্পূর্ন হয়রানীমূলক ও মিথ্যা হওয়ায় বিবাদী তা খরচাসহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

৩ ও ৪ নং বিবাদীপক্ষ বর্ণনা দাখিল পূবর্ক বাদীপক্ষের দাবি স্বীকার করেন এবং বাদী ডিক্রী পেতে আপত্তি নেই মর্মে উল্লেখ করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?
৭) বিগত ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখের ৬০২০ নং দলিল জাল, ভুয়া ও অকার্যকর কিনা ?
৮) বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার ডিক্রী পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ আব্দুস সালাম (P.W.1) ও কামাল হোসেন (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষী নূরুল ইসলাম (D.W.1) ও নাছির আহমদে চৌধুরী (D.W.2) কে পরীক্ষা করেছেন।

মোঃ আব্দুস সালাম (P.W.1) এবং নূরুল ইসলাম (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। চরপাথরঘাটা মৌজার আর এস **১৪১, ১৪৪** নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। একই মৌজার পি এস -১৩৫ নং খতিয়ানের সিসি	প্রদর্শনী ২
৩। বি এস ৪১ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ৩
৪। ১৫/০৩/১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখের ১৬২৭ নং কবলা	প্রদর্শনী-৪
৫। ১১/০৯/১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখের ৬৩৯৬ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-৫
৬। ০২/০৭/১৯৪৬ খ্রিঃ তারিখের ৩৭৬৯ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৬
৭। ২৪/০৭/১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখের ৪৮৩৩ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-৭
৮। ২৬/১১/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের ৭৫৮৭ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী- ৮
৯। সি এস ৭২ নং খতিয়ান ও বি এস ১৯৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৯ সিরিজ
১০। ২৫/১১/১৯৪৫ খ্রিঃ তারিখের ৬০২০ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-১০

অপরদিকে, বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্যগ্রহণ কালে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। চরপাথরঘাটা মৌজার আর এস **১৪১, ১৪৪** নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ক সিরিজ
২। ২৫/১১/১৯৪৫ খ্রিঃ তারিখের ৬০২০ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী খ
৩। ২৩/০৩/১৯৬৬ ইং তারিখের ২৫৮৩,২৫৮৪,২৫৮৫, ২৫৮৬ ও ২৫৮৭ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী গ সিরিজ
৪। ১৩/০২/১৯৬৭ খ্রিঃ তারিখের ১০৫২ নং কবলা	প্রদর্শনী-ঘ
৫। ০২/০৪/১৯৭৫ খ্রিঃ তারিখের ৩২৭৩ ও ৩২৭৪ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী- ঙ সিরিজ
৬। ১২/০৮/১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৭৩৮ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-চ
৭। খাজনার দাখিলা ৪ ফর্দ	প্রদর্শনী- ছ সিরিজ
৮। ০৯/০১/১৯৬১ ইং তারিখের ১৭০ নং কবলার জাবেদা নকল	প্রদর্শনী- জ
৯। ১৯/০৪/২০১২ ইং তারিখের আম-মোক্তারনামা	প্রদর্শনী- ঝ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব আছে এবং তৎ সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান অশুদ্ধ মর্মে ঘোষনা, তর্কিত ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখের ৬০২০ নং দলিল জাল ও অকার্যকার ঘোষনা এবং বিভাগের প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন চরপাথর ঘাটা মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৩৫,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীপক্ষ আরজি তফসিল বর্নিত নালিশী আর এস-১৪৪ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ৯৯০ নং দাগের ৫ শতক এবং আর এস -১৪১ নং খতিয়ানের ৯৯১ নং দাগের ৯.৫০ শতক ভুমি ওয়ারশিসূত্রে ও খরিদসূত্রে মালিক দখলকার হন। বাদীপক্ষ উক্ত ভুমিতে বিল্ডিং নির্মাণ করে পরিবার সহ বসবাস করে আসছেন মর্মে দাবি করেন। বিবাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভুল ও অশুদ্ধ বি.এস খতিয়ানমূলে তারা বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল অস্বীকার করেছে। বিবাদীপক্ষের এরুপ কার্য নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখলে মেঘাবরণ পড়েছে। বিবাদীপক্ষ বাদীর সীমানা ঘেড় বেড়া অস্বীকারে পাকা ইমারত ভেঙ্গে ফেলার চেস্টা করিলে, বাদীপক্ষ আপোষ চিহ্নিতমতে উক্ত ভুমি বিভাগের আবেদন জানান। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিভাগ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বিগত ১৫/০৫/১৯৯৭ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ২৫/০৫/১৯৯৭ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা সুনির্দিষ্ট তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে এবং মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫, ৬ ও ৭ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

" বিগত ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখের ৬০২০ নং দলিল জাল, ভুয়া ও অকার্যকর কিনা ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

বাদীপক্ষে P.W.1 এর দাখিলীয় **প্রদর্শনী -২** হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ১৪৪ নং খতিয়ানের ৯৯০ দাগের ১০ শতক ভুমির মালিক ছিলেন রমজান আলীর পুত্র গুনু মিয়া, আবদুল করিম ও মনু মিয়া ও আলীম উদ্দিনের কন্যা জরিনা খাতুন। উক্ত খতিয়ানে জরিনা খাতুনের নামে ।।. (আট আনা) অংশে ৫ শতকের মালিক ছিলেন। পরবর্তীতে তার নাম পি এস ও বি এস খতিয়ানে প্রকাশিত হয় যা প্রদর্শনী -২ ও প্রদর্শনী-৩ হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন, জরিনা খাতুন ৫ শতক ভুমি ১৫/০৭/১৯৯৭ ইং তারিখে কবলা মুলে ১/২ নং বাদী বরাবর বিক্রয় করে। প্রদর্শনী-৪ দৃষ্টে উক্তরুপ দাবির সত্যতা পাওয়া গিয়াছে।

অপরদিকে, বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, আর এস ৯৯০ দাগের মূল মালিক রমজান আলী মরনে তিন পুত্র গনু মিয়া, মনু মিয়া ও আঃ করিম পায়। আলী মিয়া @ আলীমুদ্দিন মরনে তৎ স্বত্ব দুই কন্যা জরিনা খাতুন ও বিবি জান এবং গুনু মিয়া গং প্রাপ্ত হয়। বিবাদীপক্ষ আর এস খতিয়ানে বিবি জানের নাম ভুলক্রমে রেকর্ড হয়নি মর্মে দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেছেন যে, উক্ত জরিনা খাতুন ও বিবি জান তাদের অংশ ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখে ৬০২০ নং দলিল মূলে গুনু মিয়ার পুত্র ফকির মোহাম্মদ ও নূর মোহাম্মদ এর নিকট বিক্রয় করে। বাদীপক্ষ উক্ত ৬০২০ নং দলিলটি জাল, ফেরবী ও অকার্যকর দাবি করেন। সেই সাথে বিবি জান নামে আলীমদ্দিনের কোন কন্যা ছিল না এবং আলী মিয়া ও আলীম উদ্দিন দুজন ভিন্ন ব্যাক্তি হয় মর্মে দাবি করেছেন।

যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে, বিবাদীপক্ষের আইনজীবী বাদীপক্ষের সকল যুক্তি অস্বীকার পূর্বক দাবি করেন যে, তর্কিত কবলা একটি রেজিষ্টার্ড ৩০ বছর পুরনো দলিল। যা জাল মর্মে দাবি করার কোন সুযোগ নেই।

তাছাড়া উক্ত কবলা যে জাল, তা বাদীপক্ষ নির্ভরযোগ্য কোন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমান করতে পারেননি। যেহেতু তর্কিত কবলা রেজিষ্টার্ড কবলা এবং অন্যকোনভাবে তর্কিত কবলা জাল মর্মে প্রমানিত হয়নি, সুতরাং উহা শুদ্ধ ও সঠিক মর্মে গন্য করতে হবে।

মহামান্য আপীল বিভাগ **Shishir Kanti Pal and Others Vs. Nur Muhammad and Others 55 DLR (AD) 39** মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে "that a registered document carries presumption of correctness of the endorsement made therein. One who disputes this presumption is required to dislodge the correctness of the endorsement."

অর্থাত কোন রেজিস্টার্ড দলিল কে যে পক্ষ জাল মর্মে দাবি করিবে, মূলত উহা যে জাল- তা প্রমানের দায়িত্ব সে পক্ষের উপরই বর্তায়। বাদীপক্ষ তর্কিত দলিলে দাতাদের পিতার নাম আলী মদ্দিনের স্থলে আলী মিঞা হওয়ায় এবং জরিনা খাতুনের বোন হিসাবে বিবি জানের নাম থাকায় উহা জাল প্রমানের জন্য যথেষ্ট মর্মে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষ আলী মুদ্দিন ও তর্কিত দলিলের আলী মিয়া ভিন্ন ব্যাক্তি মর্মে দাবি করেন। বাদীপক্ষ অনালিশী সি এস খতিয়ান **প্রদর্শনী-৯** দ্বারা প্রমানের চেষ্টা করেছেন যে, আলী মিঞা ও আলীমদ্দিন ভিন্ন ব্যাক্তি হয়। আলী মিঞা ও আলীমুদ্দিন নামে ভিন্ন ব্যাক্তি থাকতেই পারে, কিন্তু প্রদর্শনী-৯ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে তর্কিত কবলার দাতাগনের পিতা কথিত আলী মিঞা খতিয়ানে উল্লিখিত প্রকৃত আলী মদ্দিন নয়। দলিলে আলী মদ্দিনের স্থলে আলী মিয়া লিপি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পিতার নামের গরমিল দিয়ে কোন দলিল জাল বিবেচনা করার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া বিবি জান যে জরিনা খাতুনের বোন নন তা বাদীপক্ষ বিশ্বাসযোগ্য কোন দালিলিক প্রমান বা ওয়ারীশ সনদপত্র দিয়ে প্রমাণ করেননি। বাদীপক্ষ তর্কিত ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখের কবলা বাস্তবঅর্থে জরিনা খাতুন ও বিবি জান কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা হস্তরেখা বিশারদ দ্বারা পরীক্ষাপূবর্ক প্রমান করানো উছিত ছিল। কিন্তু বাদীপক্ষ এ বিষয়ে কোন আবেদন করেছেন মর্মে নথিতে পাওয়া যায়নি। যেহেতু তর্কিত দলিল টি ৩০ বছর সময়কালের একটি পুরনো দলিল এবং সঠিক হেফাজত থেকে তা উপস্থাপিত হয়েছে সেকারনে তা খাঁটি দলিল মর্মে বিবেচনা করার অবকাশ আছে। এ বিষয়ে Additional Deputy Commissioner (Revenue) Vs. Md Reazuddin PK and Others reported in 5 BLC (AD) 76 মামলার সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। উক্ত মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ এরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে " Once such a document more than 30 years old is produced from proper custody section 90 of Evidence Act entitles the court to presume that it is a genuine Document. যেহেতু তর্কিত দলিলটি ৩০ বছরের অধিক পুরনো তৎকারনে উহা সহি দলিল মর্মে বিবেচ্য হবে।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

ইহা ছাড়াও, তর্কিত কবলার ভুমির পরবর্তী হস্তান্তরসমূহ পর্যালোচনা করলেও উহার সত্যতা ও সঠিকতা বিষয়ে ইতিবাচক অনুমান আসে। সাক্ষ্যপ্রমান হতে দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী গুনু মিয়া মৃত্যুবরণ করলে দুই পুত্র ফকির মোহাম্মদ ও নূর মোহাম্মদ এবং এক স্ত্রী আছিয়া খাতুন ওয়ারীশ হয়। স্বীকৃতমতে, নূর মোহাম্মদের ওয়ারীশ বিহীন মৃত্যুতে ভাই ফকির মোহাম্মদ ও মাতা আছিয়া খাতুন প্রাপ্ত হয়। প্রদর্শনী-২ ও ৩ দৃষ্টে উহা সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন, ফকির মোহাম্মদ ও আছিয়া খাতুন ২৩/০৪/৬৬ ইং তারিখের ৫ টি কবলা প্রদশর্নী- গ,গ(১)-গ(৪) মূলে তাদের সমুদয় স্বত্ব মোসাঃ আফিয়া খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত ৫ টি কবলা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১ নং দাতা ফকির আহাম্মদ তাহার পৈত্রিক ও খরিদা এবং ২ নং দাতা আছিয়া খাতুন তার স্বামী থেকে প্রাপ্ত স্বত্ব হস্তান্তর করেছিলেন। উক্ত ৫ টি কবলার মধ্যে ২৫৮৫ ও ২৫৮৬ নং দলিল প্রদর্শনী-গ(২) ও গ(৩) হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে ফকির আহাম্মদ নালিশী দাগে তার খরিদা ভুমি থেকেও হস্তান্তর করেছিলেন। অর্থাত ১৯৪৬ ইং সনের তর্কিত যে দলিল মূলে জরিনা খাতুন ও বিবি জান হতে খরিদ করেছেন সেই ভুমিই তিনি পরবর্তীতে ১৯৬৬ সনে আফিয়া খাতুন এর নিকট হস্তান্তর করেছেন। বাদীপক্ষ এ দলিল গুলো বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। উক্ত হস্তান্তরগুলো অবিশ্বাস করারও কোন কারন নেই কেননা প্রত্যেকটি দলিল রেজিস্টার্ড এবং প্রত্যেকটি দলিলে ১ নং বাদী মৌলভী শরীফ আলী নিজেই সাক্ষী ছিলেন। সুতরাং ১৯৬৬ সনের ৫ টি হস্তান্তর দলিল যদি সঠিক ধরে নিই, তাহলে নূর আহাম্মদ ও ফকির আহাম্মদ বরবরে তর্কিত ২৫/১১/৪৬ ইং তারিখের দলিলও সঠিক ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় ইহা কোন ভাবেই প্রমাণিত হয়নি যে, ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখের ৬০২০ নং কবলাটি জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত ৬০২০ নং কবলাটি বৈধ ও সঠিক দলিল মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। সার্বিক বিবেচনায় বিচার্য বিষয় নং -৭ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত ২৫/১১/১৯৪৬ ইং তারিখের দলিল একটি সহি সঠিক দলিল। উক্ত দলিলের দাতা জরিনা খাতুন ও বিবি জান উভয়ে আপন ভগ্নী ছিলেন এবং তারা দুজনেই আর এস খতিয়ানে উল্লেখিত কথিত আলী মদ্দিনের কন্যা হয়। আর এস খতিয়ানে আলী মদ্দিনের কন্যা জরিনা খাতুন এর নামে ।।. আনা অংশ রেকর্ড নিঃসন্দেহে ভুল হয়েছিল। মূলত আলী মদ্দিনের সম্পত্তি $\frac{২}{৩}$ অংশ জরিনা খাতুন ও বিবি জান এর নামে এবং বাকি $\frac{১}{৩}$ অংশ তার চাচাতো ভ্রাতা গুণু মিয়া গং দের নামে রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল বলে আমি বিবেচনা করি এবং একই ভাবে পি এস ও বি এস খতিয়ান হওয়া উচিত ছিল। সে হিসাবে জরিনা খাতুন ও বিবি জান ৩.৩৩ শতক এবং অবশিষ্ট ১.৬৬ শতক চাচাতো ভ্রাতা গুনু মিয়া গং প্রাপ্য হবার অধিকারী ছিলেন।

১/২ নং বাদী ১৯৯৭ ইং সনে **প্রদর্শনী-৪** মূলে নালিশী ৯৯০ দাগে ৫ শতক সম্পত্তি জরিনা খাতুন থেকে খরিদের দাবি করলেও প্রদর্শনী-১০ হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪৬ ইং জরিনা খাতুন ও বিবি জান ১ গন্ডা ১ কড়া বা ২.৫০ শতক ভুমি নূর আহাম্মদ ও ফকির আহম্মদ বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। জরিনা খাতুন ও বিবি জানের প্রাপ্য ৩.৩৩ শতকের মধ্যে অবশিষ্ট ০.৮৩ শতক ভুমি অবিক্রিত ছিল। সার্বিক বিবেচনায়

প্রতীয়মান হয় যে, জরিনা খাতুন ১৯৯৭ ইং সনে প্রদর্শনী-৪ মূলে ৫ শতক ভূমি হস্তান্তর করিলেও আইনত তিনি ০.৮৩ শতক ভূমি হস্তান্তর করার অধিকারী ছিলেন। অবশিষ্ট ৪.১৭ শতক ভূমি হস্তান্তরে তাহার কোন হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব বা স্বার্থ ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়। **সুতরাং ১৯৯৭ ইং সনের কবলা প্রদর্শনী-৪ মূলে ১/২ নং বাদী নালিশী ৯৯০ দাগে ০.৮৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হবেন মর্মে আমি বিবেচনা করি।**

P.W.1 এর দাবিমতে, নালিশী আর এস ১৪১ খতিয়ানের ৯৯১ দাগের ১৪ শতক ভূমির মূল মালিক ছিলেন ইসমত আলী। ইসমত উক্ত সম্পত্তি খলিলুর রহমান এর কাছে বিক্রি করে। খলিলুর রহমান সেই সম্পত্তি ইসমত আলীর স্ত্রী লাল জান বিবির কাছে বিক্রি করে। কিন্তু এ ধরনের কোন হস্তান্তর দলিল বাদীপক্ষ দেখাতে পারেননি। **প্রদর্শনী-১** হতে দেখা যায়, উক্ত ১৪ শতক ভূমির আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন ইসমত আলীর ০৪ পুত্র আবদুল বারী, আবদুল হাসিম, আবদুল হাকিম, আব্দুল শহর ও স্ত্রী লাল জান। ইসমত আলীর মেহেরুন্নেসা নামে এক কন্যা ছিল যার নাম এর এস খতিয়ানে আসেনি মর্মে বাদীপক্ষ দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষ কন্যা মেহেরুন্নেসার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। উভয়পক্ষ থেকে স্বীকৃত যে লাল জানের মৃত্যুর পর উক্ত ০৪ পুত্র ও কন্যা মেহেরুন্নেসা ওয়ারীশ থাকে। ০৪ পুত্রের মধ্যে আব্দুল হাসিম অবিবাহিত মারা গেলে ০৩ ভ্রাতা ও ১ ভগ্নী ওয়ারীশ থাকে। প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ১৪ শতক সম্পত্তি মধ্যে আব্দুল বারী ০৪ শতক, আব্দুল হাকিম ০৪ শতক, আব্দুল শহর ০৪ শতক এবং মেহেরুন্নেসা ০২ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

P.W.1 আরো দাবি করেন, আবদুল বারীর মৃত্যুতে তার দুই পুত্র আবদুল জব্বার ও আবুল খাইর ২ গন্ডা ভূমি ১ নং বাদীর পিতা আবদুল হাকিম বরাবর ০২/০৭/১৯৪৬ ইং তারিখের ৩৭৬৯ নং কবলা মুলে হস্তান্তর করেন। কিন্তু **প্রদর্শনী- ৬** হতে দেখা যায়, উক্ত আবদুল জব্বার ও আবুল খাইর ২ গন্ডা নয়, ১ গন্ডা ৩ কড়া বা ৩.৫০ শতক ভূমি আবদুল হাকিম বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। বাদীপক্ষ আব্দুল জব্বার ও আবুল খাইর উক্ত হস্তান্তরের ফলে তাদের আর কোন স্বত্ব অবশিষ্ট ছিল না দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে অবশিষ্ট (৪.০০-৩.৫০)= ০.৫০ শতক ভূমিতে তারা স্বত্ববান ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ তাদের পূর্ববর্তী আবদুল হাকিম পৈত্রিক ও খরিদাসূত্রে (২ গন্ডা + ২ গন্ডা) = ৪ গন্ডা বা ৮ শতক ভূমি পাবার দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আবদুল হাকিম পৈত্রিক ও খরিদা (৪.০০+৩.৫০) = ৭.৫০ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষের স্বীকৃতিমতে, আব্দুল হাকিম মরনে ৩ পুত্র শরীফ আলী (১ নং বাদী), তরফ আলী (১০-১৮ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী), আইয়ুব আলী (১৯ নং বিবাদী) ও দুই কন্যা ছবুরা খাতুন (২০-২৫ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী) ও ছফিয়া খাতুন (২৬-৩১ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী) ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। বাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তি ওয়ারীশসূত্রে পেয়েছেন মর্মে দাবি করেন। **অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবিমতে,** বাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল হাকিম তৎ স্বত্বাংশীয় ও জব্বার গং হতে খরিদা ভূমি ০৯/০১/১৯৬১ ইং তারিখের ১৭০ নং কবলামুলে শহর আলীর নিকট হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী **প্রদর্শনী-জ** পর্যালোচনায় দেখা যায়, আঃ বারীর পুত্র আবুল খাইর ও আঃ জব্বার এবং আবদুল হাকিম

নালিশী ৯৯১ দাগে তাদের অংশের সম্পূর্ন মোট ৯$\frac{১}{৩}$ শতক ভুমি আবদুল শহর এর নিকট হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় যে, বাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল হাকিম নালিশী আর এস ৯৯১ দাগে সমুদয় স্বত্ব পূর্বেই হস্তান্তর করায় বাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে উক্ত দাগের ভুমিতে কোন স্বত্ব পাবার অধিকারী নন।

উভয়পক্ষ কৃর্তক স্বীকৃত যে, মেহেরুন্নেসা এক পুত্র ঠান্ডা মিয়া কে রেখে মারা যায়। বাদীপক্ষ দাবি করেছন যে, ঠান্ডা মিয়া নালিশী ৯৯১ দাগে।।. কড়া বা ১ শতক ভুমি ১১/০৯/১৯৮৬ তারিখের ৬৩৯৬ নং কবলামুলে ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। **প্রদর্শনী- ৫**, দৃষ্টে উহার সত্যতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, মেহেরুন্নেসা মরনে তার এক পুত্র ঠান্ডা মিয়া ও ০২ কন্যা ওয়ারীশ ছিল। মেহেরুন্নেসা পুত্র কন্যাগণ তাদের স্বত্ব আঃ শহর বরাবর ত্যাগ করেছিল। কিন্তু এরুপ দাবি সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণ নেই। সুতরাং উক্ত ১ শতক ভুমিতে ১ নং বাদীর স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষের দাখিলী **প্রদর্শনী-৭** হতে প্রতীয়মান হয়, ২৪/০৭/১৯৯৭ ইং তারিখের ৪৮৩৩ নং কবলামূলে ঠান্ডা মিয়ার পুত্র শেখ আহমদ নালিশী ৯৯০ দাগে। কড়া বা .৫০ শতক ভুমি ১ নং বাদীর স্ত্রী রকিমজান বরাবর হস্তান্তর করে। কিন্তু আরজি স্বীকৃতমতে, মেহেরুন্নেসার পুত্র ঠান্ডা মিয়া ওয়ারীশ বিহীন মৃত্যুবরণ করেন। তাহলে, দাতা শেখ আহমদ কে ? দলিলের গর্ভে উল্লেখমতে , উক্ত ভুমি গুনু মিয়ার ওয়ারীশ নূর আহম্মদ থেকে তৎ স্ত্রী নূর জাহান পায় এবং নূরজাহান হতে শেখ আহমদ প্রাপ্ত হয়। শেখ আহমদ, নূর জাহান হতে কি সূত্রে পায় তার কোন ব্যাখ্যা নেই। মূলত কথিত শেখ আহমদের সাথে ঠান্ডা মিয়া বা নূর আহমদ বা নূরজাহানের কোন সম্পর্ক নেই বলে আমি মনে করি। কারন নূর আহমদের নূরজাহান নামে কোন স্ত্রী ছিল না। তার স্ত্রী ছিল আছিয়া খাতুন। সুতরাং বাদীপক্ষের দাবিকৃত ২৪/০৭/১৯৯৭ ইং তারিখের ৪৮৩৩ নং কবলা সম্পূর্ন একটি সৃজিত দলিল বলে আমি বিবেচনা করি। উক্ত দলিল মূলে রকিম জানের ওয়ারীশ হিসাব বাদীগণ কোন স্বত্বের অধিকারী হবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৯৯০ দাগে ০.৮৩ শতক এবং ৯৯১ দাগে ১.০০ শতক সহ সর্বমোট ১.৮৩ শতক ভুমিতে স্বত্ববান মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বাদীপক্ষের দাখিলী বি এস ১৯৬ নং খতিয়ান প্রদ-৯(ক) হতে প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী আর এস ৯৯১ দাগ তৎ সামিল বি এস ১০৬৯ দাগের সম্পূর্ন ১৪ শতক ভুমি আবদুল শহর এর ওয়ারীশগণের নামে প্রচারিত হয়। উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং বাদী শহর আলীর ভগ্নী মেহেরুন্নেসার পুত্র ঠান্ডা মিয়া থেকে ১ শতক ভুমি খরিদসূত্রে স্বত্ববান হন। সুতরাং বি এস খতিয়ানে ১ নং বাদী বা তার বায়ার নাম আসাও উচিত ছিল বলে আমি বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় নালিশী বি এস ১৯৬ নং খতিয়ান বাদী বা তার পূর্ববর্তী বায়ার নামে প্রচারিত না হওয়ায় তা অশুদ্ধ ও বাদীপক্ষের উপর বাধ্যকর নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

অপরদিকে উপরিউক্ত আলোচনা হতে দেখা যায়, গুনু মিয়ার ওয়ারীশ হিসাবে নূর আহাম্মদ গং পৈত্রিক ও আলী মদ্দিনের সম্পত্তি হতে ২.২১ শতক প্রাপ্ত হন এবং নূর আহমদ ও ফকির আহম্মদ খরিদ করেন ২.৫০ শতক। নূর আহমদের মৃত্যুতে ফকির আহমদ ও আছিয়া খাতুন সর্বমোট ৪.৭১ শতক ভূমি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আফিয়া খাতুন এর কথিত ৫ টি কবলা ২৫৮৩, ২৫৮৪, ২৫৮৫, ২৫৮৬ ও ২৫৮৭ মুলে মোট (১.৫০ + ১.৫০+ ১.১৬ + ১.০০ + ১.৫০) = ৬.৬৬ শতক ভূমি হস্তান্তরিত হয়। অর্থাত গুনু মিয়ার ওয়ারীশগণ তাদের প্রাপ্ত অংশ থেকে অতিরিক্ত (৬.৬৬-৪.৭১) = ১.৯৫ শতক বিক্রয় করেছিলেন যা হস্তান্তরে তারা অধিকারী ছিলেন না। বিবাদীপক্ষের দাখিলী ০২/০৪/১৯৭৫ তারিখের ৩২৭৩ নং কবলা প্রদ- ঙ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় আফিয়া খাতুন নালিশী ৯৯০ দাগে তাহার খরিদা উক্ত ৬.৬৬ শতক ভূমি পুনরায় হাজেরা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন।

এদিকে শহর আলী তাহার খরিদা ভূমি থেকে নালিশী ৯৯১ দাগের দক্ষিনাংশে ১ শতক ভূমি ১৩/০২/১৯৬৭ ইং তারিখে ১০৫২ নং কবলামুলে আফিয়া খাতুনের স্বামী আঃ রশিদ বরাবর হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী- ঘ পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রদর্শনী ঙ(১) পর্যালোচনায় দেখা যায়, আঃ রশিদ উক্ত ১ শতক ভূমি ০২/০৪/১৯৭৫ ইং তারিখের ৩২৭৪ নং কবলামুলে হাজেরা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদশর্নী- চ হতে প্রতীয়মান হয় যে, হাজেরা খাতুন নালিশী ৯৯০ ও ৯৯১ দাগে তারা খরিদা ভূমি থেকে ৬ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী মোসাঃ আনোয়ারা বেগম বরাবর হস্তান্তর করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে ১ নং বিবাদীপক্ষ ০৬ শতক ভূমিতে স্বত দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে ৫.৭১ শতক ভূমিতে স্বত্ববান আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষের সাক্ষীর বক্তব্য ও দাখিলী খাজনা দাখিলা প্রদর্শনী-ছ সিরিজ হতে ইহা প্রমাণিত যে ১ নং বিবাদী উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন।

সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও আলোচনা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে , বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৯৯০ দাগে ০.৮৩ শতক এবং ৯৯১ দাগে ১.০০ শতক সহ সর্বমোট ১.৮৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান এবং নালিশী ৯৯১ দাগের ১ শতক সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস বি এস ১৯৬ নং খতিয়ান ১ নং বাদী বা তার পূর্ববর্তী বায়ার নামে প্রচারিত না হওয়ায় তা অশুদ্ধ ও বাদীপক্ষের উপর বাধ্যকর নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এছাড়া তর্কিত ৬০২০ নং কবলাটি বৈধ ও সঠিক দলিল মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। উক্ত প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৭ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে এবং বিচার্য বিষয় নং -৬ বাদীপক্ষের অনুকূলে ও বিচার্য বিষয় নং-৫ বাদীপক্ষের অনুকূলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৮ ঃ

" বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পেতে হকদার কি না ? "

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা আংশিক প্রমান করতে

সমর্থ হয়েছে। বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৯৯০ দাগে ০.৮৩ শতক এবং ৯৯১ দাগে ১.০০ শতক সহ সর্বমোট ১.৮৩ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হওয়ায় আদালত নির্ধারিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ও বাটোয়ারা প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১, ৩ ও ৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় আংশিক প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভূমির মধ্যে ১.৮৩ শতক ভূমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভূমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ১৯৬ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীদের উপর বাধ্যকর নয়।

তফসিল বর্নিত নালিশী দাগে বাদীপক্ষ ১.৮৩ শতক ভূমি বাবদ ছাহাম পাবেন। পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপোষে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে।

আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।